রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩০, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৪৫—৯৫৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৪১—১৩৫৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮৯—৪৯৬
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩২৫—১৩৫১
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইনও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২/০৮ অক্টোবর ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০২.২৫-২৬৮**—যেহেতু, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার [বর্তমানে সাব-রেজিস্ট্রার, হাতিয়া, নোয়াখালী] জনাব নুরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর সাব- রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত থাকাকালে তাকে জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা-এর গত ১০-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখের ১৩২(৭) নং স্মারকমূলে সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, চুয়াডাঙ্গা-এর দায়িত্বভার গ্রহণসহ সপ্তাহে দুই দিন উক্ত অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়ার পর তিনি সদর সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা-এর গত ১৩-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখের ২৩৪ (১০) নং স্মারকপত্রমূলে সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, চুয়াডাঙ্গা-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেও গত ২৪-০৪-২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত ০৯ কার্যদিবসে একদিনও উক্ত কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেননি এবং এবং সেবা গ্রহীতাদের জন্য কোনো নোটিশ প্রচার কিংবা দায়িত্ব পালনে অপারগতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি মর্মে জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা, কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ)-এ বর্ণিত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব নুরুল ইসলাম কর্তৃক গত ৩১-০৭-২০২৫ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলের পর গত ১০-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা এর গত ১০-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখের ১৩২(৭) নং স্মারকমূলে জারীকৃত আদেশের আলোকে সাব- রেজিস্ট্রি অফিস, সদর, চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্ব পালন করেননি;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব নুরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব, সাব- রেজিস্ট্রি অফিস, সদর, চুয়াডাঙ্গায় অতিরিক্ত দায়িত্বপালন না করার সময়ের স্বল্পতা, ইতোঃপূর্বে শারীরিক অসুস্থতার দরুণ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা বরাবর তার একাধিক পত্র প্রেরণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনান্তে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(২) মোতাবেক শাস্তি হিসেবে তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৪। সেহেতু, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর সাব- রেজিস্ট্রি অফিসের সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার [বর্তমানে সাব- রেজিস্ট্রার, হাতিয়া, নোয়াখালী] জনাব নুরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, সদর, চুয়াডাঙ্গায় অতিরিক্ত দায়িত্বপালন না করার সময়ের স্বল্পতা, ইতোঃপূর্বে শারীরিক অসুস্থতার দরুণ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা বরাবর তার একাধিক পত্র প্রেরণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়দি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে লঘুদণ্ড হিসাবে 'তিরস্কার' প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বর্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লিয়াকত আলী মোল্লা
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪৩২/১৩ অক্টোরব ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৫.১৮.০০২.২৪-২১৫**—গত মে ও জুন-২০২৫ সালে সারাদেশে পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রম সহসিকতাপূর্ণ, পেশাদারিত্ব ও প্রসংশনীয় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ "বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)" ও "রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)" প্রদানসহ ০২ (দুই) টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট (০১+০৫)=০৬ (ছয়) জন পুলিশ সদস্যকে উল্লিখিত পদক প্রদান করা হলো;

ক্রঃ নং	নাম, বিপি, পদবি, ও কর্মস্থল	প্রস্তাবিত পদক
১.	এএসআই (নিরস্ত্র)/ মোঃ আতিক হাসান, বিপি-৯২১১১৩৯২৮০, ডিএমপি, ঢাকা।	বিপিএম

ক্রঃ নং	নাম, বিপি, পদবি, ও কর্মস্থল	প্রস্তাবিত পদক
২.	জনাব মোঃ এনায়েত কবীর সোয়েব, বিপি-৯০১৮২২০৫০৫, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।	পিপিএম
৩.	এএসআই (নিরস্ত্র)/মোহাম্মদ খাজু মিয়া , বিপি-৭৬৯৬০৪৪১৭৩, ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ি, সদর দক্ষিণ মডেল থানা, কুমিল্লা।	পিপিএম
৪.	এএসআই (নিরস্ত্র)/মোঃ এমদাদুল হক, বিপি-৮৩০৩০২৭৩১৪, হাতিমারা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, মুন্সিগঞ্জ সদর থানা, মুন্সিগঞ্জ।	পিপিএম
৫.	কনস্টেবল/৩৮৯ আমিনুর রহমান খান, বিপি-৮৭৭৯৬০৫৮০৮৩, হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর রিজিয়ন, গাজীপুর।	পিপিএম
৬.	কনস্টেবল/মোঃ সুজন আলী, বিপি-৯৫১৪১৬৬০৪২, ডিএমপি, ঢাকা।	পিপিএম

০২। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফরিদা খানম
উপসচিব।

অগ্নি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২/০৮ অক্টোবর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.১৮৪.০৪.০০০১.২৫-১২৮**—ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ৫০(পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে তাদের সাহসিকতা, ঝুঁকিপূর্ণ ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৩ সালের জন্য (ক) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক (খ) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক (গ) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক এবং (ঘ) বংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স (সেবা) পদক নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

ক) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি ও কর্মস্থল
১.	মীর মোঃ তানভীর হোসেন (পিএন-৬২০৯/৪০০৫৯৮), ড্রাইভার, মুরাদনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কুমিল্লা (সংযুক্ত: সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, ঢাকা)
২.	মোঃ আবু ইউসুফ (পিএন-৪৩৩৯), ফায়ারফাইটার,

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি ও কর্মস্থল
	কচুয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চাঁদপুর (সংযুক্ত: বারিধারা ফায়ার স্টেশন, ঢাকা)
৩.	মাহমুদুল হাসান (পিএন-১৩৮৩৯/৫০৬৫৩৫), ফায়ারফাইটার, নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন,
৪.	মোঃ আজিজুর রহমান (পিএন-৯২৬২), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা (সংযুক্ত: ডিডি দপ্তর খুলনা)
৫.	মোঃ রবিউল ইসলাম অন্তর (পিএন-১৩৪০২), ফায়ারফাইটার, নিকলী স্থল কাম-নদী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কিশোরগঞ্জ (সংযুক্ত: অধিদপ্তর মিডিয়া সেল)
৬.	মোঃ তালহা বিন জসিম (পিএন-১০০৭২৮), স্টেশন অফিসার, খানসামা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, (সংযুক্ত: মিডিয়া সেল)
৭.	মোঃ জসিম উদ্দিন (পিএন-৭০৮০/৫০১৮৮৫), ফায়ারফাইটার কাম ডুবুরি, বাবুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বরিশাল (সংযুক্ত: নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বরিশাল)
৮.	বিপুল হোসেন (পিএন-১১০১০/১০০৬৫০), স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গৌরনদী, বরিশাল
৯.	মোঃ বাহার উদ্দিন (পিএন-৬৬৪৭/১০০২১২), সিনিয়র স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
১০	মোঃ আলহাজ মিয়া (পিএন-১৪১৯৯/৫০৬৮৯৫), ফায়ারফাইটার, আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম

খ) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি, কর্মস্থল
১.	মোঃ বেলাল হোসেন (পিএন-৫২৪৯/১০০১৬৬), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
২.	এবি মোহাম্মদ ছানি (পিএন-১২৭০/৪০০২৩৭), ড্রাইভার, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, (এ্যাম্বুলেন্স শাখা) ঢাকা (সংযুক্ত: কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন, ঢাকা)
৩.	মোঃ সবুজ মিয়া (পিএন-৯৩৭৭), ফায়ারফাইটার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কুড়িগ্রাম। সংযুক্ত: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রশাসন শাখা)
৪.	মোঃ ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী (পিএন-১১০৬৮/১০০৫৬৭), স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
৫.	মোঃ শহিদুল ইসলাম (পিএন-১৪১০/৪০০১৩২), ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ঢাকা
৬.	মোঃ নাজমুছ সাদাত (পিএন-৯২১০), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, খুলনা
৭.	মোঃ ওয়ালিফ হোসেন (পিএন-১১০৮৪), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স,স্টেশন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
৮.	মোঃ এমদাদুল হক (পিএন-৫২৭১/৩০৭৩৯), লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, নাটোর
৯.	মোঃ শাহজাহান মিয়া (পিএন-২৯৫৯), ফায়ারফাইটার, হালুয়াঘাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ময়মনসিংহ
১০.	মোঃ কামাল হোসেন (পিএন-৩১৪৬), ফায়ারফাইটার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ডেমরা, ঢাকা
১১.	আতিকুর রহমান (পিএন-৬৭২৮/১০০২৩২), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১২.	মোঃ মাইনুল ইসলাম (পিএ-১২৩৩৫/৫০৫৩৩৬), ডুবুরি, উপপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রাজশাহী (ডুবুরি ইউনিট)
১৩.	মোঃ মাসুদুর রহমান (পিএন-১০৯১০/৫০৪৪৭৩), ফায়ারফাইটার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
১৪.	মোঃ নজরুল ইসলাম (পিএন-১২৩৪৩/৫০৫৫৫৩), ডুবুরি, উপপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রংপুর (ডুবুরি ইউনিট)
১৫.	মোঃ আলমগীর আকন্দ (পিএন-৫০৭১৮২), ডুবুরি, উপপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রংপুর (ডুবুরি ইউনিট)

গ) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি, কর্মস্থল
১.	লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি (বিএ-৬৮৮২), পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
২.	মোঃ ওহিদুল ইসলাম (পিএন-৫৭৬৬/১০০০১০), উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, অধিদপ্তর, ঢাকা
৩.	মোঃ নিয়াজ আহমেদ (পিএন-৫৫২৯), সহকারী পরিচালক (ওয়্যারহাউজ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ঢাকা
৪.	মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম (পিএন-১২২৬/৫০০১২০),

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি, কর্মস্থল
	লিডার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
৫.	মোহাম্মদ আলী (পিএন-১৪০৪), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ডেমরা, ঢাকা।
৬.	মোঃ নুরুল করিম (পিএন-৯৮৯৯/১০০৪৩৭), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কুমিল্লা (সংযুক্ত: মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চাঁদপুর)
৭.	মোঃ সফিকুল ইসলাম (পিএন-১১০১৫/১০০৬৩২), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, স্টেশন, ঝালকাঠি
৮.	সঞ্জয় খান (পিএন-১১০৩৭/১০০৬৬৪), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
৯.	মোঃ ফকর উদ্দিন আহম্মেদ (পিএন-৫৪৩২), উপসহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নোয়াখালী
১০.	মোঃ রাশেদুজ্জামান (পিএন-১১৪৯০/৫০৪৫১৩), ফায়ারফাইটার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, তেজগাঁও, ঢাকা

ঘ) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক

ক্রম	নাম ও পিএন, পদবি, কর্মস্থল
১.	মোঃ আবুল বাশার (পিএন-১৪০৬/১০০১৩৯), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট
২.	লিমা খানম (পিএন-৯৯১২/১০০৫২৪), মবিলাইজিং অফিসার, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, অধিদপ্তর, ঢাকা
৩.	অচিন্ত কুমার প্রামানিক (পিএন-১২৯৬৮/৫০৬০০৫), ফায়ারফাইটার, সিদ্দিকবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা
৪.	মোঃ শফিকুল ইসলাম (পিএন-৯৯২৭), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা, কর্মঅঞ্চল ০৩ (সংযুক্ত: পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ-এর দপ্তর)
৫.	মোঃ ইমরান হোসেন (পিএন-১১০৫২), স্টেশন অফিসার, শাহরাস্তি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চাঁদপুর (সংযুক্ত: রিফর্ম সেল, অধিদপ্তর)
৬.	আবুল বাশার (পিএন-৪৫২২/৬০০০১৪), ড্রাফটসম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
৭.	রেজওয়ান আহম্মেদ (পিএন-১১০৮৬/১০০৫৭৩), স্টেশন অফিসার, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, এল.আর.শাখা, ঢাকা
৮.	মোঃ জসিম উদ্দিন খাঁন (পিএন-২৮২২/২০০২২৫), সাব অফিসার, নিকলী স্থল কাম নদী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কিশোরগঞ্জ (সংযুক্ত: পূর্বাচল ফায়ার স্টেশন, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা)
৯.	খন্দকার শাহ আলম (পিএন-৫৭০৫/৬০০০৩১), হিসাবরক্ষক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ঢাকা
১০.	মোঃ এনামুল হক (পিএন-৮৮৫৮/৫০৩১৬০), ফায়ারফাইটার, সিদ্দিকবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা
১১.	আব্দুল্লাহ হারুন পাশা (পিএন-৪৩৭৩/১০০০৮৮), উপসহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফেনী
১২.	মোঃ সহিদ উল্লাহ সুমন (পিএন-৯৫২৪), সহকারী মেকানিক, বিভাগীয় কারিগরী কারখানা, চট্টগ্রাম
১৩.	মোঃ কবির হোসেন (পিএন-১৩৪৮৯), ডুবুরি, নিকলী স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, (সংযুক্ত: কিশোরগঞ্জ ফায়ার স্টেশন)
১৪.	মোঃ ইমাম শরিফ (পিএন-১২৬৩৭/৫০৬০৯৪), ফায়ারফাইটার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, স্টেশন, ঝালকাঠি
১৫.	জুয়েল ধর (পিএন-২৪৩২), ফায়ারফাইটার, বান্দরবান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আছমা-উল-হোসনা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-০৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ অক্টোবর, ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.২৩৭.২৭.০১৩.২৪.১৩৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল হুদা, বর্তমানে উপপরিচালক হিসেবে প্রধান কর্যালয়, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকায় (সংযুক্ত: আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ) কর্মরত আছেন;

যেহেতু, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন (সিআই) শাখায় কর্মরত থাকাকালীন বিভিন্ন বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে উক্ত শাখায় প্রেরিত Multiple Active পাসপোর্টে নাম, পিতা/মাতার নাম, বয়স ইত্যাদি পরিবর্তনের বিষয়ে চিঠিপত্র গ্রহণ ও ডায়েরিকরণে অনিয়ম, ধারাবাহিকভাবে যথাযথ ক্রমানুসারে পেশ না হওয়া, ডায়েরি না হওয়া, সিআই শাখায় আগত চিঠিপত্রাদি নথিতে পেশ না করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে কারণ অনুসন্ধানসহ দায়ী ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের নিমিত্ত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে

একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়;

যেহেতু, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০২৪ অনুযায়ী শাখায় প্রাপ্ত যে কোন পত্র প্রথমে কর্মকর্তা কর্তৃক রিসিভ এবং পরবর্তীতে ডায়েরি করার বিধান থাকলেও তিনি নিয়মের ব্যত্যয় করে প্রথমে ডায়েরি ও পরে রিসিভ করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনের প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী ডায়েরি এবং রিসিভের মধ্যে অনেক দিনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (৩ থেকে ৮৬ দিন পর্যন্ত)। এছাড়া চিঠিপত্র রিসিভ করে ধারাবাহিকভাবে তৎক্ষণাৎ ডায়েরি করার নিয়ম থাকলেও তারও ব্যত্যয় করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী রেকর্ড যাচাই করে তার কর্তৃক রিসিভ এবং ডায়েরি করার মধ্যে ও অনেক দিনের পার্থক্য পাওয়া যায় (৩ থেকে ৩৩ দিন পর্যন্ত) প্রাপ্ত চিঠিপত্রে আপনার রিসিভের স্বাক্ষর আছে, আপনার নির্দেশে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পূর্বে ডায়েরি ও পরে রিসিভ করা হয়েছে এবং চিঠিপত্র রিসিভ ও ডায়েরি করার ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, এক্ষেত্রে রিসিভকারী এবং নির্দেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে অভিযুক্ত কর্মকর্তার দায় রয়েছে;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে **'অসদাচরণ'** এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১২/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ২৩-০১-২০২৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, গত ১২-০৩-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার জবানবন্দি ইত্যাদি সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, উপসচিব-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু, গত ০৯-০৯-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ নূরুল হুদা এর বিরুদ্ধে সিআই শাখায় চিঠিপত্র গ্রহণ ও ডায়েরিকরণে অনিয়ম এর অভিযোগটি অর্থাৎ সচিবালয় নির্দেশমালা ব্যত্যয় ঘটানোর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল হুদা-কে ভবিষ্যতে আরও সতর্কতার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ১২/২০২৪ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রম

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩২/১২ অক্টোবর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.২৩৫.২৭.০২৫.২৫-৫৭৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ আহসান খান (বিপি-৮২১৩১৫৯৩৯৫), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত আছেন। তিনি গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে ০২ (দুই) দিন অনুমতি এবং ০৩ (তিন) দিনের সাময়িক ছুটি ভোগ করার নিমিত্ত কর্মস্থল ত্যাগ করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে গত ০৭-০৬-২০২৩ তারিখ থেকে ০৫-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ৮৯ (উননব্বই) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। পরবর্তীতে গত ১২-০৯-২০২৩ তারিখে পুনরায় ০৩ দিনের নৈমিত্তিক ও ০২ দিনের অনুমতি ছুটি ভোগ করার নিমিত্ত কর্মস্থল ত্যাগ করে ১৭-০৯-২০২৩ তারিখ হতে ০২-১২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৭৫ (পচাত্তর) দিনসহ ২ বারে মোট ১৬৪ (একশত চৌষট্টি) দিন কর্মস্থলে গরহাজির থাকেন। তিনি কর্মস্থলে গরহাজির থাকাকালীন ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়ে হোয়াটস্অ্যাপে পুলিশ সুপার, মেহেরপুর কে একাধিকবার অবহিত করলেও উক্ত সময় কর্মস্থলে গরহাজির থাকার বিষয়টি অফিসিয়ালি কোনো পত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির আবেদন করেননি। তার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং একই বিধিমালার ৩(গ) মোতাবেক "পলায়ন (Desertion)"এর শামিল। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ২৫/২০২৫) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, গত ০৮-১০-২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালোচনার অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আহসান খান (বিপি-৮২১৩১৫৯৩৯৫), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা ও রেঞ্জ ও ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত-কে তার বিরুদ্ধে আনীত

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী 'অসাদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) (খ) অনুযায়ী **দুই বছরের জন্য একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত** করা হলো। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.২৩৫.২৭.১৫৩.২৫.৫৭৫**—যেহেতু, জনাব মির্জা সালাউদ্দিন, পিপিএম, বিপি-৮২১২১৪৭৭২৭, (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), উপ-পরিচালক (কারিকুলাম অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন), পুলিশ স্টাফ কলেজে কর্মরত আছেন। তিনি গত ১৫-১২-২০২৪ তারিখ একটি লিখিত আবেদন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রাদি পুলিশ স্টাফ কলেজে প্রেরণ করেন। তার লিখিত আবেদন চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারনে গত ২১-১০-২০২৪ তারিখে বিএসএমএমইউ হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণের জন্য গেলে তার ডেঙ্গু জ্বর ধরা পড়ে। তিনি শাররিক অসুস্থতার বিষয়ে কর্মস্থলে হাজির হয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত না করে নিজের খেয়াল খুশিমত বিভিন্ন সময়ে বিশ্রামে থেকেছেন। তিনি বিধি মোতাবেক চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্রাম ভোগের জন্য ছুটির আবেদন করেননি। তার স্থায়ী ঠিকানায় একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২১-১০-২০২৪ খ্রিঃ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে ছিলেন যা কর্মস্থলে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তার এহেন অপেশাদার ও অকর্মকর্তাসুলভ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও (২)চ অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "পলায়ন (Desertion)" এর শামিল। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১৫৩/২০২৫) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, গত ০৮-১০-২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মির্জা সালাহউদ্দিন, পিপিএম, বিপি-৮২১২১৪৭৭২৭, (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), উপ-পরিচালক (কারিকুলাম অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন), পুলিশ স্টাফ কলেজ-কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) (খ) অনুযায়ী দুই বছরের জন্য একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হলো। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। উল্লেখ্য, তার সাময়িক বরখাস্তকালকে 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সঙ্গে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.২৩৫.২৭.১০৫.২৫-৫৭৬**—যেহেতু, জনাব মুহম্মদ মনিরুজ্জামান (বিপি-৯০১৯২২৪০১৬), সহকারী পুলিশ সুপার, ১৬ এপিবিএন, টেকনাফ, কক্সবাজার জেলা বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত আছে। ইতোপূর্বে তিনি গত ১০-১১-২০২২ হতে ২৭-০৪-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সহকারি পুলিশ কমিশনার হিসাবে ডিএমপি, ঢাকার ডিবি লালবাগ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। উক্ত বিভাগে থাকাকলীন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গত ০২-০১-২০২৩ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএমপি, ঢাকার মতিঝিল থানা এলাকা থেকে ৬০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ০৪ (চার) জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সাথে জড়িত পলাতক অপর দুইজন আসামীর নাম প্রকাশ পাওয়ায় উক্ত গ্রেফতারকৃত ৪ জনসহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় (মামলা নং-২, তারিখ: ০২-০১-২০২৩ খ্রিঃ, ধারা-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারণির ১০ (গ)/৪১) রুজু হয়। উক্ত অভিযোগপত্র দাখিলের পূর্বেই পলাতক আসামীর ০১ (এক) জন গত ০৪-০২-২০২৩ তারিখে ৯,৮৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সিএমপি'র কর্ণফুলী থানা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয় এবং তার বিরুদ্ধে কর্ণফুলী থানায় মামলা রুজু করতঃ তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু আলোচ্য মামলাটি ৬০ হাজার পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের মত গুরুত্বপূর্ণ মাদক মামলা সেহেতু সিডিএমএস যাচাই করলে এবং সিএমপি'র আকবর শাহ থানার সাথে যোগাযোগ বা পত্রালাপ করা হলে আসামী মোঃ শফিকুলের নাম-ঠিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যেত। কিন্তু পলাতক আসামীর নিজ জেলা ও থানা সঠিক থাকার পরও শুধুমাত্র গ্রামের নামে কিঞ্চিৎ মিল না থাকার অজুহাতে এমনকি গ্রেফতারকৃত এজাহারনামীয় ১, ৩ ও ৪ নং আসামীগণের বাড়ি ও পলাতক আসামী মোঃ শফিকুলের বাড়ি একই জেলা কক্সবাজারের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও গ্রেফতারকৃত আসামী/আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করে দায়সারাভাবে পলাতক আসামী মোঃ শফিকুলকে অভিযোগপত্র হতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আবেদন করা হয়। তিনি মামলাটির তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা হিসেবে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পলাতক আসামী মোঃ শফিকুলকে গ্রেফতার করা ও তার সঠিক নাম-ঠিকানা সংগ্রহের লক্ষ্যে যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেননি। তদারককারী কর্মকর্তা হিসেবে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা, অদক্ষতা ও অযোগ্যতার বিষয়টি প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১০৫/২০২৫) রুজুপূর্বক

অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, গত ০৮-১০-২০০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালচনায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মুহম্মদ মনিরুজ্জামান (বিপি-৯০১৯২২৪০১৬), সহকারী পুলিশ সুপার, ১৬ এপিবিএন, টেকনাফ, কক্সবাজার-কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) (খ) অনুযায়ী **দুই বছরের জন্য একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত** করা হলো। তিনি কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

উল্লেখ্য, গত ০৮-০২-২০২৪ তারিখে জারীকৃত ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০২.২০২৪-৯০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বহাল থাকবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আশ্বিন ১৪৩২/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১০.২৫-২১৭**—যেহেতু, কাজী মোঃ জয়নুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, অভয়নগর, যশোর এর বিরুদ্ধে সাবেক কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, মাগুরা কর্মকালীন জনাব জিল্লুর রহমান, পিতা-আতিয়ার রহমান, মাতা-সাহিদা বেগম, গ্রাম জাঙ্গালিয়া, উপজেলাঃ মোহাম্মদপুর, জেলাঃ মাগুরা কর্তৃক প্রতিবন্ধী ভাতার ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০,৮৭৫/-(দশ হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৭১৮/-(দুই হাজার সাতশত আঠার) টাকা সর্বমোট=১৩,৫৯৩/-(তেরো হাজার পাঁচশত তিরানব্বই) টাকা ভাতা ভোগীর মোবাইল নম্বরে না দিয়ে অন্য মোবাইল নম্বরে দিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

০২।যেহেতু, কাজী মোঃ জয়নুল রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, অভয়নগর, যশোর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগে ০৪/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিলকরতঃ তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, কাজী মোঃ জয়নুল রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, অভয়নগর, যশোর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, সরকার পক্ষের বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, কাজী মোঃ জয়নুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, অভয়নগর, যশোর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও (ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণ" সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে;

০৪। সেহেতু, সার্বিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কাজী মোঃ জয়নুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, অভয়নগর, যশোর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২) (খ) বিধি অনুযায়ী "এক বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। আরোপিত দণ্ডের মেয়াদান্তে তার বেতন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.১১.০০০৩.২৫.৭০৯**—স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জারীকৃত ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.২৭.০০০২.২৪.৯৯৮ নং প্রজ্ঞাপনের ক্রমিক নং-১১৪ সংশোধন করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৪২ (ক) এর উপধারা (১) মোতাবেক পরবর্তী আদেশ না দেয় পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলোঃ

জেলার নাম	পৌরসভার নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও পদবি
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ) জেলা-সিরাজগঞ্জ

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৪২ (ক) এর উপধারা (৩) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। নিয়োগকৃত প্রশাসক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালীন তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, অন্য কোনো আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ কবির উদ্দীন
যুগ্মসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২১ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ১১০/২০২৫/কাস্টমস/৩৭৫—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট-এ অবস্থিত মেসার্স এইচ এম এন্টারপ্রাইজ [বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৭, তারিখঃ ১৯-০৩-২০১৭ খ্রি.] নামীয় শুল্কমুক্ত বিপনী (Duty Free Shop) এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মা. ডলার)
১.	সিগারেট	১৫,০০০.০০
২.	মদ/লিকার	৫০,০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	২,৫০০.০০
৪.	খাদ্য ও অন্যান্য	২,৫০০.০০
	সর্বমোট	**৭০,০০০.০০ (সত্তর হাজার মার্কিন ডলার)**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২২ আশ্বিন ১৪৩২/০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৫.২৪-৩০১**—যেহেতু, ডাঃ কানিজ হোসেন জাহান (বিপি-৭৩০৬১১৯৭০৭), সাবেক বিশেষ পুলিশ সুপার, সাইবার পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিসি), সিআইডি, ঢাকা ও বর্তমানে এমআরটি পুলিশ, ঢাকা গত ২০১৩ সাল হতে তিনি এবং তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির বাড়ি নং-৫২৩, রোড নং ১২/বি, আদাবর, ঢাকার ৩/এ ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে স্বপরিবারে বসবাস করে আসছেন। ফ্ল্যাটের মালিক সিলিকন ডেভেলপারস কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিসেস নিলুফার কবির-এর নিকট হতে গত ২৬-১০-২০২২ তারিখ অভিযোগকারী জনৈক তাহিয়া খানম অতি এবং তার বোন তাসনিয়া খান'দ্বয় ঢাকার মোহাম্মদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৯৭১৪ নং সাফ-কবলা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে ক্রয় করেন। ক্রয় এর পর ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া তিনি এবং তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম-কে ফ্ল্যাট ছাড়ার জন্য অভিযোগকারী কর্তৃক নোটিশ প্রদান করা হলেও তারা উক্ত ফ্লাটের দখল ছাড়েননি ও বকেয়া ভাড়াও পরিশোধ করেননি। এর ফলশ্রুতিতে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ফ্ল্যাট মালিক তাহিয়া খানম অতি পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় তাদের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ দাখিল করেন। দ্বিতীয় অভিযোগ দাখিলের পর প্রাথমিক অনুসন্ধান চলাকালে তার স্বামী গত ০১-০৮-২০২৩ তারিখ নভেম্বর/২০২২ হতে জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া পরিশোধ করেন কিন্তু কবে নাগাদ ফ্ল্যাটটি ছাড়বেন সেই ব্যাপারে তিনি এবং তার স্বামী কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য/প্রতিশ্রুতি প্রদান করেননি। তিনি এবং তার স্বামী অভিযোগকারীর সাথে কোনো আপোস/মীমাংসা না করে দীর্ঘদিন ধরে কালক্ষেপন করে অভিযোগকারী ও তার বোনকে হয়রানি করছেন। এমনকি অক্টোবর/২০২২ হতে বিভাগীয় মামলা রুজুর তারিখ পর্যন্ত তিনি এবং তার স্বামী ফ্ল্যাটের দখল অভিযোগকারী'দ্বয়ের নিকট বুঝিয়ে দেননি এবং ফ্ল্যাটের গাড়ি পার্কিং এর স্থান অবৈধভাবে নিজ দখলে রাখার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি পুলিশের একজন দায়িত্বশীল পদে কর্মরত থেকে ফ্ল্যাটের মালিক তাকে এবং তার স্বামীকে নোটিশ ইস্যু করার পরে বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় নতুন আরেকটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেও উক্ত ফ্ল্যাটের দখল ছেড়ে না দিয়ে ফ্ল্যাটের মালিককে হয়রানি করছেন যা জনমনে পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০১৩/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শনোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০১-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের প্রয়োজনীয়তা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ চৌধুরী, পিপিএম (বিপি-৭২০১০১১৯৯২), অ্যাডিশনাল ডিআইজি, এসবি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে

তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়;

০৩। সেহেতু, ডাঃ কানিজ হোসেন জাহান (বিপি-৭৩০৬১১৯৭০৭), সাবেক বিশেষ পুলিশ সুপার, সাইবার পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিসি), সিআইডি, ঢাকা ও বর্তমানে এমআরটি পুলিশ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি দৃষ্টে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১২৫৬**—পাবনা জেলার আতাইকুলা থানার মামলা নং-১৪ তারিখ: ২৫-০১-২০২৫ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ০৬/০৭/১০/১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩২/১২ অক্টোবর ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৬.১১(১)-২২০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৯১ খ্রি., পিতা: জুনাইদ নোমানী, মাতা: আয়েশা ছিদ্দিকা, গ্রাম: দক্ষিণ বরইতলী, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর: বরইতলী, উপজেলা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ০২ নং বরইতলী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্বাস উদ্দীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩২/১২ অক্টোবর ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৫৩.২৫.৫১৫**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সৈয়দা রুহি কমল, পিতা-সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্বামী- এন. এ. এম. সলিমুল্লাহ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৯ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১১/২০২৫/কাস্টমস/৩৮০।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব কর্তৃক আখাউড়া ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থিত মেসার্স ইম্পালা বাংলাদেশ লিমিটেড [বন্ড লাইসেন্স নং-০২/কাস-পিবিডব্লিউ/আখাউড়া/২০১৯, তারিখঃ ১৫০৯/২০১৯ খ্রি.] নামীয় শুল্ক মুক্ত বিপনী (Duty Free Shop) এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলোঃ

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১৫,০০০
০২	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস	০
০৩	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	০
ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০৪	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	
	সর্বমোট	**১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) মার্কিন ডলার**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪৩২/১৪ অক্টোবর ২০২৫

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৯.২৪-২৪৩**—যেহেতু, জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা (সাবেক সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৬/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হয় (স্মারক-৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৯.২৪-২৬৬, তারিখ: ২৮-১১-২০২৪);

০৩। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিলকরতঃ ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। ২৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০৯.২৪-৮৬, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৫);

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ-এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) মোতাবেক আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে তৎকালীন ফিল্ড সুপাভাইজার জাওয়াতা আফনান mis.bhata.gov.bd এর আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কাজ করলেও অভিযুক্ত জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ এলাহী মোঃ আল-আমিন তাঁর অদক্ষতা ও দায়িত্বেবোধকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এছাড়া অভিযুক্ত এ বিষয়ে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করেননি, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তৃতীয় কিস্তিতে পে-রোল না আসা শিক্ষার্থী ৪৮০ জনের অনুকূলে প্রেরিত ২য় কিস্তির অর্থ নগদের এজেন্ট এর সাথে যোগসাজসে আত্মসাৎ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু অফিস পরিচালনার জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্থ থেকে তিনি সিংহভাগই (প্রশিক্ষণ না করে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন, পিপিআর অনুযায়ী কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় না করে অর্থ উত্তোলন, ইত্যাদি) আত্মসাৎ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়, যথাযথ বিধি মেনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করার বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনো নথিপত্র উপস্থাপন করতে পারেননি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে;

০৫। যেহেতু, জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ-এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণ" সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী বিধিমালায় লঘু দণ্ডের যোগ্য;

০৬। সেহেতু, সার্বিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জনাব মিয়া মঞ্জুর-এ-এলাহী মোঃ আল-আমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২) (খ) বিধি

অনুযায়ী "দুই বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৭। আরোপিত দণ্ডের মেয়াদান্তে তার বেতন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৬.০০.০০০০.০০০.০৯০.১১.০০০২.২৪.২৩৭**—বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য (বাজার সম্পর্কিত) জনাব ওয়াজিদ হাছান শাহ-কে ০৫-১০-২০২৫ খ্রি. তারিখ অপরাহ্নে কমিশনের উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বিধায় তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হলো।

০২। এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের ২৬.০০.০০০০.০০০.০৯০.১১.০০০২.২৪.২০২ নম্বর প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোতাকাব্বীর আহমেদ
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪৩২/০৬ অক্টোবর ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.০০০.১২৫.২৭.০০০১.২৫.৭৫৪**—যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী জজ) জনাব শাহেনারা আক্তার-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ২(ধ) অনুযায়ী 'সার্ভিস ত্যাগ'-এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু জনাব শাহেনারা আক্তার- কে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য ও বক্তব্যের সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি আছে মর্মে দৃষ্ট হয় নাই;

সেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শাহেনারা আক্তার, সংযুক্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী জজ) আইন ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০২৫ এ আনীত অভিযোগ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ১০(১)(খ) অনুযায়ী প্রত্যাহার করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লিয়াকত আলী মোল্লা
সচিব (চলতি দায়িত্ব)।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৭ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৮.২৫/৫.৪৩৩**—যেহেতু, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া গত ০৫-০২-২০২৩ খ্রি. হতে ১৮-০৫-২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কর্মকালে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত জামাল অটো ফ্লাওয়ার মিলস, সারিয়াকান্দী; আকবরিয়া ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ, বগুড়া এবং সুমন ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ, বগুড়া কর্তৃক না-দাবী প্রদান না করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত না-দাবী প্রত্যয়নসমূহ সঠিক মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও (খ) বিধিমতে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭. ০০০৮.২৫/৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার কাছে প্রেরণ করে লিখিত জবাবসহ ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী কিনা তা ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জানানোর জন্য তাকে বলা হয়। তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব প্রেরণ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

যেহেতু, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া ০৮-১০-২০২৫ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে দলিলাদিসহ লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থনপত্র দাখিল করেন। তার আত্মপক্ষ সমর্থনপত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিবেদনের সময় তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, যার কারণে অসাবধানতাবশত তথ্যগত কিছু ভুল হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি সংশোধিতভাবে ১০ (দশ) টি ফ্লাওয়ার মিলের তথ্য যাচাইপূর্বক পুনরায় প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বগুড়ার মাধ্যমে যাচাই সাপেক্ষে প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, দাখিলকৃত আত্মপক্ষ সমর্থনপত্র ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো সুস্পষ্ট বা গুরুতর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি ভুল স্বীকার করেন এবং সংশোধিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং ভবিষ্যতে এমন ত্রুটি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শিবগঞ্জ, বগুড়া কর্তৃক দাখিলকৃত আত্মপক্ষ সমর্থনপত্র, প্রমাণাদি ও যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডু এর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় তাকে দাপ্তরিক কাজে "অধিকতর যত্নবান ও সতর্ক" থাকার অনুশাসন প্রদান করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের দায় থেকে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জনসংখ্যা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩২/১২ অক্টোবর ২০২৫

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৫.৯৯.০০৪.২০.১০৭**—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত আইইসি ম্যাটেরিয়ালসমূহের সঠিকতা যাচাইপূর্বক অনুমোদনের নিমিত্ত ইনফরমেশন এডুকেশন ও কমিউনিকেশন (আইইসি) টেকনিক্যাল কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

কমিটির রূপরেখা:

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব (জনসংখ্যা অধিশাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(৩) পরিচালক (আইইএম), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৪) পরিচালক (পিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৫) পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও কারিকুলাম উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

(৬) প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৭) পরিচালক (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল), বাংলাদেশ বেতার

(৮) উপপরিচালক (প্রোগ্রাম মনিটরিং), আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৯) উপপরিচালক (মিডিয়া প্রোডাকশন), আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(১০) এডিটর কাম ট্রান্সলেটর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(১১) পরিচালক, বিসিসিপি, মিরপুর, ঢাকা

(১২) কন্ট্রোলার/ প্রোগ্রাম ম্যানেজার (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল), বাংলাদেশ টেলিভিশন

সদস্য-সচিব

(১৩) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (জনসংখ্যা-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) গণমাধ্যমসমূহে বর্তমান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাভিত্তিক প্রচারপত্র, বাণী ও তথ্যসমূহের পর্যালোচনা ও যুগোপযোগীকরণ;

(২) গণমাধ্যমসমূহে বর্তমান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাভিত্তিক প্রচার, প্রচার কার্যের উন্নয়নের জন্য নীতি/ কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(৩) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাভিত্তিক প্রচার কার্যসমূহ শহর কেন্দ্রিক না রেখে গ্রাম-গঞ্জে বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৪) স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও এতদসংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক বিভিন্ন IEC (Information Education and Communication) সামগ্রীর গুণগতমান যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন ও অনুমোদন এবং ছাড়পত্র প্রদান;

(৫) প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কমিটির সভায় কো-অপ্ট করা/আমন্ত্রণ জানানো যাবে;

০২। এ বিভাগের গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৫.৯৯.০০৪.২০.৬১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত ইনফরমেশন, এডুকেশন ও কমিউনিকেশন (আইইসি) টেকনিক্যাল কমিটি এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. বি. এম. নুরুল আলম
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২/০৭ অক্টোবর ২০২৫

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭২.২৩.২০২৫-২৭৩**—মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এর পত্র সংখ্যা-০৩.০০.২৬৯০.০৭৩.৯৯.০০১. ২৫-৪৭, তারিখ: ১৫ মে ২০২৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখার ০৯-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৩১২.৯৯.০০১.২১ নং স্মারকে জারীকৃত পত্রের নির্দেশনার আলোকে নিম্নোক্ত ছকের ২ নং কলামে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ৩ নং কলাম অনুযায়ী পরিবর্তন করা হলো:

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত নাম
১	২	৩
০১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলেজ, নাটোর সদর, নাটোর	চন্দ্রকোলা ডিগ্রী কলেজ, নাটোর সদর, নাটোর
০২.	শেখ মুজিবর রহমান কলেজ, কচুয়া, চাঁদপুর	রহিমানগর ডিগ্রী কলেজ, কচুয়া, চাঁদপুর
০৩.	এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা গার্লস কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা।	পথের বাজার গার্লস কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা।
০৪.	ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।	মেহেরপুর পৌর ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
০৫.	বাংলাবাজার ফাতেমা খানম ডিগ্রী কলেজ, ভোলা সদর, ভোলা।	বাংলাবাজার ডিগ্রী কলেজ, ভোলা সদর, ভোলা।
০৬.	তজুমদ্দিন হোসনেআরা চৌধুরী মহিলা কলেজ, তজুমদ্দিন, ভোলা।	তজুমদ্দিন মহিলা কলেজ, তজুমদ্দিন, ভোলা।
০৭.	হাজী মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ, লালমোহন, ভোলা।	লালমোহন ডিগ্রী কলেজ, লালমোহন, ভোলা।
০৮.	নুরনবী চৌধুরী মহাবিদ্যালয়, লালমোহন, ভোলা।	বদরপুর মহাবিদ্যালয়, লালমোহন, ভোলা।
০৯.	আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।	ওসমানগঞ্জ ইউনাইটেড কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।
১০.	অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।	চেয়ারম্যান বাজার আইডিয়াল কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।
১১.	নীলিমা জ্যাকব মহিলা কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।	দুলার হাট মডেল কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।
১২.	দক্ষিণ আইচা অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।	দক্ষিণ আইচা কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত নাম
১	২	৩
১৩.	অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।	ভোলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা।
১৪	সাকুচিয়া আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব মহাবিদ্যালয়, মনপুরা, ভোলা।	সাকুচিয়া মহাবিদ্যালয়, মনপুরা, ভোলা।
১৫.	আকলিমা মোয়াজ্জেম হোসেন ডিগ্রী কলেজ, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	বাসন্ডা কলেজ, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।
১৬.	মাহাবুবুর রহমান কলেজ, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী।	বড় বাইশদিয়া কলেজ, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী নূরুল ইসলাম

উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.০১২.২৩-১২৮৭—যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলাধীন 'জে জে আই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' টি ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ/১১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে 'জে জে আই সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে সরকারি করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিফাত উদ্দিন

সিনিয়র সহকারী সচিব।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫১.২৭.০১০.২৪-৪৯৯—যেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল), শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পূর্ববর্তী কর্মস্থল বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করেননি; সাধারণ সভা, অন্যান্য সভা ও জাতীয় দিবসসমূহে দেরীতে উপস্থিত হন বা অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন; অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন; অভ্যন্তরীণ-অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষার হলে দেরীতে উপস্থিত হন; সহকর্মী, বিভাগীয় প্রধান ও চিফ-ইনস্ট্রাক্টরগণের সাথে তর্কে জড়িয়ে মারমুখী ও শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করেন; এবং

২। যেহেতু, তিনি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২ এ কাউকে অবহতি না করে প্রথম কয়েকদিন হল ডিউটি করেননি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রুটিন অনুযায়ী ছাত্রদের

ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করেননি; ০৩ (তিন) টি পর্ব সমাপনী পরীক্ষার বিল কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে গ্রহণ করেননি এবং ২৩-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে বিল গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তিনি আদেশ অমান্য করে পরদিন অর্থাৎ ২৪-০৭-২০২৩ তারিখে বিল গ্রহণ করেন; এবং

৩। যেহেতু, তিনি প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ২০২ নম্বর কক্ষে প্রিন্টকৃত কাগজে তাঁর নামাঙ্কিত নেমপ্লেট লাগান ও কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই তালাবদ্ধ দরজার ওপর আরেকটি তালা দেন; এবং তিনি ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সম্মানী বিল ডাকযোগে দাখিল করেন ও একাধিকবার এ ধরনের কাজ করেন; এবং

৪। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি যে জবাব দাখিল করেন তা সন্তোষজক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং

৫। যেহেতু, তিনি ০২-০৭-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ও শুনানীতে গ্রহণকৃত বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের দালিলিক প্রমাণক যাচাই ও অধিকতর তদন্তের জন্য ০১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা সমীচীন হবে। সে অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী "নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বেতনবৃদ্ধি স্থগিতকরণ" শীর্ষক লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন হবে;

৭। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জুনিয়র ইনস্টাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মো: নজরুল ইসলাম এর "বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত শীর্ষক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি এ ০২ (দুই) বছরের বর্ধিত বেতনের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৩য় (তৃতীয়) বছর হতে তাঁর বেতনবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে।

৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ
সচিব।